Islamic Crescent Observation for the UK
المراقبة الإسلامية للأهلة في المملكة المتحدة
Reviving the Sunnah of Moon Sighting - إحياء السنة النبوية في رؤية الهلال

উম্মুল ক্বুরা ক্যালেন্ডারে পরিবর্তন আনার আবেদন

আমরা যুক্তরাজ্যের মুসলমানেরা এবং বিশ্বব্যাপী আমাদের বন্ধু/সর্মথকগন সৌদি আরবের দুই পবিত্র মসজিদের তত্বাধায়ক মান্যবর কিং সালমান বিন আবদুল আজিজ বরাবরে উম্মুল ক্বুরা র্বষপঞ্জিকার (ক্যালেন্ডারের) র্নিণায়ক 'ভবিসষ্যদ্বাদী অর্ধচন্দ্র দৃষ্টিগোচরতা (প্রেডিকটেড কৃসেন্ট ভিজিবিলিটি)(ইমকান- ই-রুয়াত)' মডেল অনুযায়ী পরিবর্তনের আবেদন করতে চাইছি এবং করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করছি, নিম্নোক্ত কারনগুলোর জন্যেঃ

1. যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বিভিন্ন সংস্কৃতি ও জনগোস্ঠী থেকে আসা ৩০ লাখের উপর মুসলমানগন পবিত্র রমজান মাস এবং দুই ঈদ শুরুর জন্যে চাঁদ দেখা সংক্রান্ত র্নিভরযোগ্য/যাচাইকৃত তথ্যের উপর র্নিভর করেন। র্দূভাগ্যবশতঃ প্রতিকূল আবহাওয়ার কারনে যুক্তরাজ্যে ক্রমাগত বহু মাসের জন্য অর্ধচন্দ্রাকার (কৃসেন্ট) চাঁদ দেখা সম্ভব হয়না । তাই আমাদের সৌদি আরবসহ যুক্তরাজ্য/মরক্কোর র্পূবে অবস্থিত দেশগুলো হতে চাঁদ দেখা সংক্রান্ত র্নিভরযোগ্য/যাচাইকৃত তথ্যের সন্ধান করতে হয়।

2. এটা র্সবজনবিদিত যে ইসলামিক আইনের বিজ্ঞান ও র্দশন অনুযায়ী র্পূবদিকের দেশ হতে প্রাপ্ত চাঁদ দেখা সংক্রান্ত র্নিভরযোগ্য যে কোন তথ্য অবশ্যই পশ্চিমে অবস্থিত সকল স্থান হতে যাচাইযোগ্য হতে হবে, বিশেষকরে আকাশ যখন পরিষ্কার থাকে। র্দূভাগ্যবশতঃ সৌদি আরবে চাঁদ দেখার খবর এর পশ্চিমে অবস্থিত (যেমন উত্তর আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আমেরিকা)কোন দেশ হতে, একই সন্ধায় অনেক ঘন্টা অতিবাহিত হবার পরেও, যাচাই করা যায় না। চাঁদ দেখা সংক্রান্ত রির্পোটের এই তারতম্য সমাজের মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি করে বিভেদ, অনৈক্য ও বিভ্রান্তি, একই শহরে শুধু নয়, একই পরিবারের মধ্যেও। মুসলিম সংখালঘু দেশসমূহে এহেন দুঃখজনক পরিস্থিতি চলে আসছে বহুবছর ধরে।

3. রিয়াদে অবস্থিত কিং আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ সিটি ফর সাইন্স এন্ড টেকনলজী (KACST)র উম্মুল ক্বুরা ক্যালেন্ডারের প্রণেতারা স্বীকার করেন যে এই ক্যালেন্ডারের ব্যবহার কেবলমাত্র দেওয়ানি/প্রশাসনিক কাজের জন্য এবং বাস্তবে চাঁদ দেখার সাথে, র্ধমীয় মাসগুলো শুরু করার জন্য যা প্রয়োজন, এর মিল নাও থাকতে পারে। এটাও অনস্বীর্কায যে যেহেতু রিয়াদের সুপ্রীম কৌট হতে চাঁদ দেখা সংক্রান্ত যাবতীয় ঘোষনা উম্মুল ক্বুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মাসের ২৯তম দিনে দেয়া হয়ে থাকে তাই এই ক্যালেন্ডারের সাথে মিল রাখার একটা উচ্চ প্রত্যাশা র্পযবেক্ষককে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিশেষ র্দূবল করে দেয়। আর্ন্তজাতিক র্পযবেক্ষনাগারের সকল চাঁদ র্পযবেক্ষক/মহাকাশীয় বিশেষজ্ঞ এমন কি সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ অনেক বিশেষজ্ঞ র্সবসম্মতিক্রমে এই পক্ষপাতদুষ্টতার বিষয়ে একমত।

4. "নতুন চাঁদ সংযোগের পরে, মক্কায় র্সূযাস্তের পর চাঁদের অস্ত যাওয়া" মডেলের উপর ভিত্তি করে র্বতমান উম্মুল ক্বুরা ক্যালেন্ডার প্রণীত, যা খালি চোখে চাঁদ দেখা যাওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না। ইদানিং প্রযুক্তির উন্নতির ফলে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটারসমূহ স্বল্পখরচে চাঁদ র্পযবেক্ষন গবেষকদের নাগালে আসায় নতুন নতুন মডেল উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে যার দ্বারা অতিমাত্রায় র্নিভুলাতার সাথে খালি চোখে অর্ধচন্দ্রাকার চাঁদের প্রকৃত দৃশ্যতা মিলানো যায়, যেমন ডঃ র্বানাড ইয়ালপ, এইচ এম নটিক্যাল আলমানাক অফিস (HMNAO)এর সাবেক সুপারিটেন্ডেন্ট এর মডেল। এই মডেল এর আগের ডঃ মোহাম্মদ ইলিয়াসের (এষ্ট্রনমী প্রফেসর, ইউনির্ভাসিটি অব সাইন্স, মালয়েশিয়া) মডেলের চাইতে উন্নত। ইদানিং প্রণীত ইঞ্জিনিয়র খালেদ শওকত (যুক্তরাষ্ট্র) এবং ইঞ্জিনিয়র মোহাম্মদ ওদেহ (সংযুক্ত আমীরাত)র মডেলগুলোও বিবেচনার দাবী রাখে।

5. ১৪২০ হিজরী (এপ্রিল ১৯৯৯) এবং ১৪২৩ হিজরীর (র্মাচ ২০০২) শুরুতে উম্মুল ক্বুরা ক্যালেন্ডার র্নিণায়কে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তাকে আমরা স্বাগত জানাই। এর দ্বারা সৌদি আরব এবং এর নিকটর্বতী অন্যান্য দেশগুলো থেকে প্রাপ্ত চাঁদ দেখা সংক্রান্ত রির্পোটের তারতম্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব হয়েছে, ২ দিন থেকে ১ দিনে নামিয়ে আনার মধ্য দিয়ে। তদুপরী, আমরা দৃঢভাবে বিশ্বাস করি যে ভবিসষ্যদ্বাদী অর্ধচন্দ্র দৃষ্টিগোচরতা (প্রেডিকটেড কৃসেন্ট ভিজিবিলিটি)মডেল,মক্কায় র্সূযাস্তের সময়,(যেমন ইয়ালপ কোড এ অথবা বি) অনুযায়ী যদি আরো একবার উম্মুল ক্বুরা ক্যালেন্ডার র্নিণায়কের উন্নয়ন সাধন করা যায় তাহলে রমজানের শুরু এবং দুই ঈদ নিয়ে মুসলিম জনগোস্ঠীতে র্বতমান বিভেদ, অনৈক্য ও বিভ্রান্তির কারনসমূহ অনেকাংশে কমে আসবে, ইন শা আল্লাহ।

র্সবশক্তিমান আল্লাহর কাছে আমাদের র্প্রাথনা তিনি যেন জাতির মঙ্গলে এবং উৎর্কষতা সাধনে আপনার প্রচেষ্টাকে গ্রহন করেন এবং আপনার ভালো কাজের পাল্লায় তা যোগ করেন (আমীন)।

এই আবেদন ইসলামিক কৃসেন্ট অবসারভেশন ফর দ্যা ইউকের (ICOUK) মেম্বার এবং বিশ্বব্যাপী সর্মথকদের তরফে লেখা হয়েছে।
তারিখঃ ২৪ দুল ক্বাদাহ ১৪৩৪ হিজরী (৩০ই সেপ্টেম্বর ২০১৩) / আপডেট করা হয়েছে: 26 শাবান 1436 হিজরী (14 জুন 2015)

t: +447831534701 (SMS), f: +441904352221, e: info@moonsighting.org.uk, w: www.moonsighting.org.uk